প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

০১। প্রত্যক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় প্রত্যক্ষ কর বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের কাজে ৪০টি প্রশাসনিক দপ্তর সম্পৃক্ত ছিল। তন্মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল নিম্নোক্ত ৩১টি দপ্তর ঃ

০১। কর অঞ্চল-১, ঢাকা
০২। কর অঞ্চল-২, ঢাকা
০৩। কর অঞ্চল-৩, ঢাকা
০৪। কর অঞ্চল-৪, ঢাকা
০৫। কর অঞ্চল-৫, ঢাকা
০৬। কর অঞ্চল-৬, ঢাকা
০৭। কর অঞ্চল-৭, ঢাকা
০৮। কর অঞ্চল-৮, ঢাকা
০৯। কর অঞ্চল-৯, ঢাকা
১০। কর অঞ্চল-১০, ঢাকা
১১। কর অঞ্চল-১১, ঢাকা
১২। কর অঞ্চল-১২, ঢাকা
১৩। কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা
১৪। কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা
১৫। কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা
১৬। বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), ঢাকা
১৭। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা
১৮। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম
১৯। কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম
২০। কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম
২১। কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম
২২। কর অঞ্চল- রাজশাহী
২৩। কর অঞ্চল- খুলনা
২৪। কর অঞ্চল- বরিশাল
২৫। কর অঞ্চল- রংপুর
২৬। কর অঞ্চল- সিলেট
২৭। কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ
২৮। কর অঞ্চল- কুমিল্লা
২৯। কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ
৩০। কর অঞ্চল- গাজীপুর
৩১। কর অঞ্চল- বগুড়া

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, ঢাকা রাজস্ব আহরণ ও জরীপ উভয় প্রকার কাজই সম্পাদন করে থাকে। রাজস্ব সংগ্রহকারী ৩১টি প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে ১৭টি ঢাকায়, ৪টি চট্টগ্রামে, ১টি রাজশাহীতে, ১টি খুলনায়, ১টি বরিশালে, ১টি রংপুরে, ১টি সিলেটে, ১টি নারায়ণগঞ্জে, ১টি কুমিল্লায়, ১টি ময়মনসিংহে, ১টি গাজীপুরে এবং ১টি বগুড়ায় অবস্থিত।

নিম্নোক্ত ৯টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনায়, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এবং ১টি পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত রয়েছেঃ

৩২। কর আপীল অঞ্চল-১, ঢাকা
৩৩। কর আপীল অঞ্চল-২, ঢাকা
৩৪। কর আপীল অঞ্চল-৩, ঢাকা
৩৫। কর আপীল অঞ্চল-৪, ঢাকা
৩৬। কর আপীল অঞ্চল- চট্টগ্রাম
৩৭। কর আপীল অঞ্চল- খুলনা
৩৮। কর আপীল অঞ্চল- রাজশাহী
৩৯। কর প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা
৪০। কর পরিদর্শন পরিদপ্তর, ঢাকা

এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে সারাদেশে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল এর মোট ৭টি দ্বৈত বেঞ্চ কার্যকর আছে।

০২। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

প্রত্যক্ষ কর

প্রত্যক্ষ করের রাজস্বের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা হলো ঃ
আয়কর ও ভ্রমণ কর।

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করে মূল লক্ষ্যমাত্রা ১,০২,২০১.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ৬২,৩৪০.৪২ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৬৩.৯৪%।
- পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ধরা হয়েছিল ৯৬,৬৩২.০০ কোটি টাকা। বিগত বছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (৬২,৩৪০.৪২) কোটি টাকার তুলনায় এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৫৫.০১%। অর্থাৎ সংশোধিত মোট লক্ষ্যমাত্রার (২,৮০,০৬৩.০০ কোটি টাকা) ৩৪.৫০%।
- তন্মধ্যে কেবল আয়কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৫,২৩০.৩৬ কোটি টাকা, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার (২,৮০০৬৩.০০ কোটি টাকা) ৩৪.০০ শতাংশ এবং প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার (৯৬,৬৩২.০০ কোটি টাকা) ৯৮.৫৫ শতাংশ। (লেখচিত্র-১২)।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী যথাক্রমে সারণী ২৫ ও ২৬ এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের বিপরীতে আহরণ হয়েছে ৭০,২০১.১৯ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের (২,২০,৭৭১.৬২) ৩১.৮০%। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রার ৭২.৬৫% অর্জিত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ১২.৬১%।

কেবলমাত্র আয়কর খাতে মোট আহরণ হয়েছে ৬৯,০৭৪.৫১ কোটি টাকা, যা আয়করের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৬,১৫৫.৮৫ কোটি টাকা কম বা ২৭.৪৭ শতাংশ কম অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭২.৫৩ শতাংশ। বিগত (২০১৭-১৮ অর্থবছর) বছরের আয়কর খাতে আহরণের ৬১,১৪০.৫০ (কোটি টাকা) তুলনায় এ আহরণ ৭,৯৩০.০১ কোটি টাকা বা ১১.৪৮ শতাংশ বেশী (সারণী-১৬) এবং আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়কর খাতে আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২,২০,৭৭১.৬২ কোটি টাকা) ৩১.২৯ শতাংশ (সারণী-৮) ও আহরণকৃত মোট প্রত্যক্ষ করের (৭০,২০১.১৯ কোটি টাকা) ৯৮.৪০ শতাংশ (লেখচিত্র-১৩)।

লেখচিত্র-১২ ঃ প্রত্যক্ষ করের মোট লক্ষ্যমাত্রায় বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

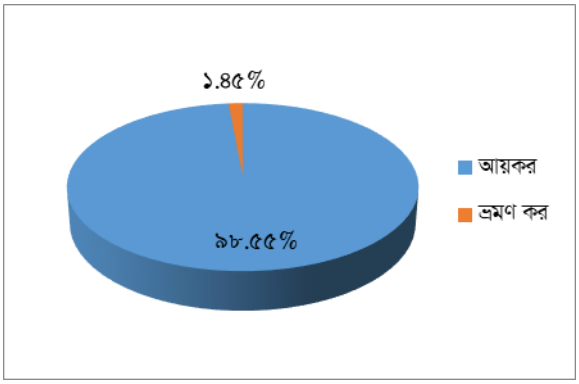

লেখচিত্র-১৩ ঃ আহরণকৃত প্রত্যক্ষ করে বৈদেশিক ভ্রমণ কর ও আয়করের অংশ

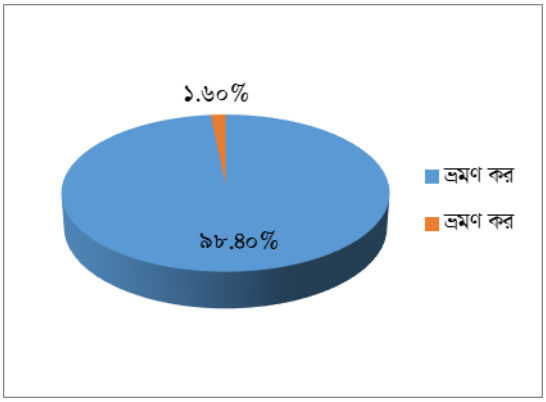

বৈদেশিক ভ্রমণ কর

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৈদেশিক ভ্রমণ কর খাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১৪০১.৬৪ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১১২৬.৬৮ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮০.৩৮ শতাংশ (সারণী-৭)। এ আহরণ বিগত অর্থবছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (ছিল ১১৯৫.৯২ কোটি টাকা) তুলনায় ৬৯.২৪ কোটি টাকা বা ৫.৭৯ শতাংশ কম (সারণী-১২)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বৈদেশিক ভ্রমণ করের কর অঞ্চলভিত্তিক মাসওয়ারী আহরণ সারণী-২৭ এ দেখানো হয়েছে।

আয়করের দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব (ক্রম লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে)

- আয়করের দপ্তরসমূহের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা, আহরণের পরিমাণ এবং মোট আহরণের অংশ হিসেবে সবচেয়ে উপরে অবস্থান করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU)। সারা দেশের বড় বড় কোম্পানী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ করদাতাদের কর প্রদান/আহরণ একটি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ২০০৩ সনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) গঠন করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ দপ্তর ২০,২৪৫.৯২ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ১৭,৪২২.৫০ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৬.০৫ শতাংশ। LTU কর্তৃক আহরণকৃত আয়কর মোট আহরণকৃত আয়করের ২৪.৮২ শতাংশ (সারণী-৩০)।
- লক্ষমাত্রার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কর অঞ্চল-২, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ১৯,১৩৩.৫০ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৪,২৬৯.৫৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ২২.৩১ শতাংশ। এ রাজস্ব আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ৬.০৮ শতাংশ।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কর অঞ্চল-১, ঢাকা। এই কর অঞ্চল ৯,৬৭৮.০০ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৯,৪২৬.২৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৫১.৭৭ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৭.৪০ শতাংশ। এ রাজস্ব, আহরণকৃত মোট আয়করের প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ।
- আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৪ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তথ্য (ভ্রমন করসহ) সারণী-২৬ এবং কর অঞ্চলভিত্তিক মাসিক রাজস্ব আহরণ তথ্য (ভ্রমণ করসহ) সারণী-২৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৪ ঃ আহরণকৃত মোট আয়করের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ

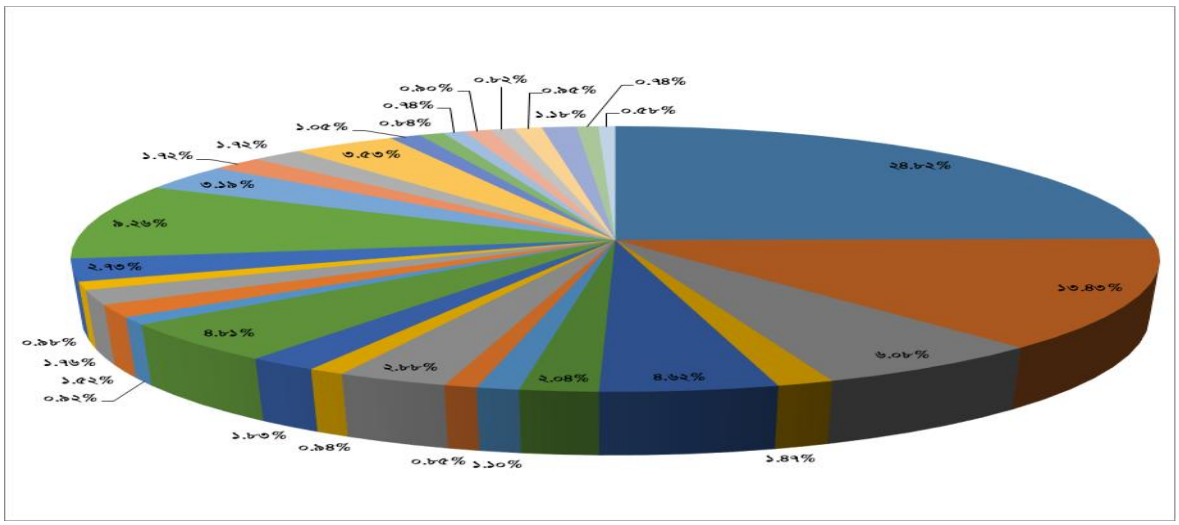

০৩। গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট আয়কর আহরণ হয়েছে ৭০,৮৩৮.৭৮ কোটি টাকা। ফেরত প্রদান করা হয়েছে ১,৭৬৪.২৭ কোটি টাকা। নীট আহরণ হয়েছে ৬৯,০৭৪.৫১ কোটি টাকা। কর অঞ্চলভিত্তিক গ্রস আহরণ, ফেরত ও নীট আহরণ সারণী-৩১ এ দেখানো হয়েছে।

০৪। কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে উৎসে কর্তন থেকে এর পরিমাণ ৪২,০৯০.৫৯ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কর আহরণ হয়েছে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ১৬,২৯৩.০১ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত আয়কর থেকে, যার পরিমাণ ৪,৮০৪.৩২ কোটি টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণ তথ্য সারণী-৩২ এ এবং আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৫ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৫ঃ আহরণকৃত মোট আয়করে কয়েকটি বৃহৎ খাতের আয়কর আহরণের অংশ

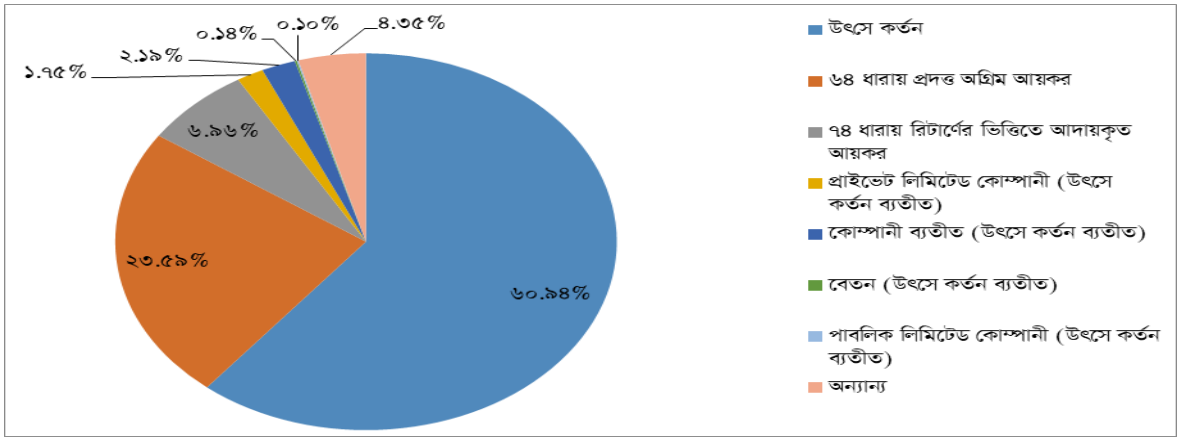

ক) উৎসে আয়কর কর্তন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬৯,০৭৪.৫১ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৪২,০৯০.৫৯ কোটি টাকা উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে আহরণ হয়েছে। অর্থাৎ মোট আহরণকৃত আয়করের ৬০.৯৪ শতাংশ আহরণ হয়েছে উৎসে কর কর্তনের মাধ্যমে। প্রধান খাতসমূহের উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ ও মোট উৎসে কর কর্তনের শতকরা অংশ সারণী-৩৩ এ দেখানো হয়েছে। সর্বোচ্চ আহরণ হয়েছে কন্ট্রাক্টর/সাব কন্ট্রাক্টর প্রদত্ত রাজস্ব হতে, যার পরিমাণ ১০,৬৬০.০২ কোটি টাকা। এর পরই উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণ আহরণ হয়েছে আমদানিকারক থেকে, যার পরিমাণ ৮,০৮০.৩৯ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থানে আছে সঞ্চয়ী আমানত ও মেয়াদী আমানতের সুদ থেকে আহরণকৃত ৫,৯৮০.২৯ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎসে আয়কর আহরণ করেছে কর অঞ্চল -১, ঢাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রধান খাতসমূহের কর অঞ্চলভিত্তিক উৎসে আয়কর আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৪ এ দেখানো হয়েছে।

খ) ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬৯,০৭৪.৫১ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১৬,২৯৩.০১ কোটি টাকা এবং ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়করের পরিমাণ ৪,৮০৪.৩২ কোটি টাকা, যা এই অর্থবছরে আহরণকৃত মোট আয়করের যথাক্রমে ২৩.৫৯ শতাংশ এবং ৬.৯৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক ৬৪ ধারায় প্রদত্ত অগ্রিম আয়কর ও ৭৪ ধারায় রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর এর তথ্য সারণী-৩৭ এ দেখানো হয়েছে।

গ) কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য আয়কর আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণকৃত ৬৯,০৭৪.৫১ কোটি টাকা আয়করের মধ্যে কোম্পানী হতে আহরণ হয়েছে ৩৩,৬১৭.৯৯ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৫৭.৫৮ শতাংশ এবং কোম্পানী ব্যতীত আহরণ হয়েছে ২৪,৭৭০.৬২ কোটি টাকা, যা মোট আহরণের ৪২.৪২ শতাংশ। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত আয়কর আহরণের পরিমাণ ও আহরণকৃত মোট আয়করের অংশ সারণী-৩৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৫। বকেয়া আয়কর ও আদায়কৃত বকেয়া আয়কর

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বকেয়া আয়করের পরিমাণ ছিল ২০,০৯১.০৩ কোটি টাকা এবং বকেয়া আয়কর হতে আদায় হয়েছে ১,৬৩৫.৯৩ কোটি টাকা। সর্বাধিক বকেয়া আয়কর ২৯১.৩২ কোটি টাকা আদায় করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক বকেয়া আয়করের পরিমাণ ও আহরণের পরিমাণ সারণী-৩৯ এ দেখানো হয়েছে।

০৬। আয়কর দাবী ও আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছর আয়কর দাবীর মোট পরিমাণ ৩৪,৩৩৬.৪৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ইতোপূর্বে বকেয়া দাবীর জের ছিল ২৬,০৮৮.৬২ কোটি টাকা এবং সৃষ্ট চলতি দাবীর পরিমাণ ৮,২৭৮.৯২ কোটি টাকা। আপীল রিভিশনের মাধ্যমে দাবী ৩,৮২৩.৯২ কোটি টাকা কমেছে এবং স্থগিত দাবীর পরিমাণ ১৫,৫৪৮.৭৫ কোটি টাকা । আদায়যোগ্য দাবীর পরিমাণ ১৪,৯৯৩.৮০ কোটি টাকা। মোট দাবীর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আহরণ হয়েছে ২,৭৬৩.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৪৭৪.৮৫ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে বকেয়া দাবী থেকে এবং ১,২৮৯.১১ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে চলতি দাবী থেকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর দাবী ও দাবী আহরণের পরিমাণ সারণী-৪০ এ দেখানো হয়েছে।

০৭। আয়কর মামলা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের মামলার তথ্যাদি (আয়ের শ্রেণীর ভিত্তিতে কোম্পানী ও কোম্পানী ব্যতীত মামলার সংখ্যা ও নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা, পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী মামলার সংখ্যা, বৈতনিক মামলা ও স্বনির্ধারণী মামলার সংখ্যা) সারণী-৪১ থেকে ৪৮ এ দেখানো হয়েছে।

০৮। কর আপীল কার্যক্রম

অঞ্চলভিত্তিক ৭টি কর আপীল কার্যালয় কর আপীল (নিষ্পত্তি) সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৫,৩০৭ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪,১৮১.৪১ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ১৮.৭৮৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৯৩,৪২০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মামলার মোট সংখ্যা ২৪,০৯৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৯৭,৬০২.১৩ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে নিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ১৯,০৫০ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৫০,৬৭৮.৩৮ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছর শেষে অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৫,০৪৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪৬,৯২৩.৭৫ কোটি টাকা । ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর আপীল অঞ্চলভিত্তিক তথ্যাদি সারণী-৪৯ এ দেখানো হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ১৮০২ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৬৯০.৩১ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ৮৬২৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৫,৮২৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৩৯২ টি বৃদ্ধি পায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮,৪৯৩ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৮০৩ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৮,৭৩৬ টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪০,১৫৩ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৯৩৫টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৭১৫.৩৪ কোটি টাকা (সারণী-৫০)।

০৯। আয়করদাতার সংখ্যা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়করদাতার মোট সংখ্যা ছিল ৩৯,০৯,৪৪৬ জন। তন্মধ্যে কোম্পানী করদাতার সংখ্যা ৮৪,৪৩৫ জন, বৈতনিক করদাতার সংখ্যা ১৩,৫৪,০৪০ জন এবং কোম্পানী ও বৈতনিক ব্যতীত করদাতার সংখ্যা ২৪,৭০,৯৭১ জন (সারণী-৫১ (ক) এবং (সারণী-৫১ (খ) তে কর অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন আয় শেণী ভিত্তিক রিটার্ণ দাখিলের তথ্য ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণিত।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর অঞ্চলভিত্তিক আয়কর মামলার সংখ্যা ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা সারণী-৫২ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়ের ধাপভিত্তিক আয়করদাতার সংখ্যা সারণী-৫৩ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে Section 45, 46, 46A এর অধীন কর অবকাশ প্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৭৮ এবং কর অবকাশের সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩২.০০ কোটি টাকা এবং SRO এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ১১৬ এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০ কোটি টাকা (সারণী-৫৪)।

১০। দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি

২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ৩৬ টি দেশের দ্বৈতকর পরিহার এবং কর ফাঁকি রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেসব দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সে সব দেশের নাম ও চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ সারণী-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

১১। প্রত্যক্ষ কর আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয়

আয়কর এবং অন্যান্য করখাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয় হয়েছে ৭০,২০১.১৯ কোটি টাকা এবং এ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৮৯.২৫৯ (পুরস্কারসহ) কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ করখাতে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণের জন্য প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৭০ টাকা [সারণী-২৪]।

১২। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বিসিএস (কর) একাডেমি, ঢাকা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যে সব প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করেছে তার মধ্যে আছে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় সহায়ক Quantitative Research: Data Analysis Using SPSS বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের - অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কোর্স ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স, A National Tranining Package on Risk Based Audit Techniques for VAT Officials and Income Tax, বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ রিফ্রেসার্স কোর্স, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৪৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থী এই একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন (সারণী-৫৬)।

১৩। কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তালিকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত কর বিভাগের কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৫৭ এ দেখানো হয়েছে।

১৪। সম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ আহরণ সংক্রান্ত

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সম্পদের ভিত্তিতে সারচার্জ এর কর অঞ্চলভিত্তিক ১৩,৩৩০ প্রদানকারীর তালিকা এবং পরিমাণ ৫১৪.৮৩ কোটি টাকা যা সারণী-৫৮ এ দেখানো হয়েছে।

১৫। রিটার্ন দাখিলের তথ্য সংক্রান্ত

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক রিটার্ন দাখিলের তথ্য এবং রিটার্নের ভিত্তিতে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৫৯ ও সারণী-৬০ এ দেখানো হয়েছে।

১৬। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল কর্তৃক বিভিন্ন খাতের আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিআরটিএ, সম্পত্তি হস্তান্তরকালীন উৎসে কর্তিত আয়কর, ৬৪ ধারা, ৭৪ ধারা ও অন্যান্য খাতে ২,৭৯৪.৪১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১,৬৬৭.৬৩ কোটি টাকা যা সারণী -৬১ এ দেখানো হয়েছে।

১৭। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর অঞ্চলভিত্তিক ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ছিল ২৩৫ টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ছিল ১৮৯টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ২০৩০.৩০ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ছিল ১৫৩০.৩৬ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১১৭.৯৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্বে আছে বৃহৎ করদাত ইউনিট (এলটিইউ), যার নিরুপিত রাজস্ব ১৪০৬.০০ কোটি টাকা এবং কর অঞ্চল-৬ এ সর্বোচ্চ ২৬টি মামলা গৃহীত হয়েছে এবং নিষ্পত্তিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৫০.৪২ কোটি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ADR এ গৃহীত মামলা সংখ্যা ২৭৫টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২২৪টি, সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহে জড়িত মূল রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ২৭০২.৩৯ কোটি টাকা, নিষ্পত্তির পর নিরুপিত রাজস্ব/জরিমানার পরিমাণ ১০১৭.৯৫ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৮৬.২৮ কোটি টাকা, যা সারণী ৬২ তে দেখানো হয়েছে।

১৮। কর অঞ্চলভিত্তিক পরিদর্শী রেঞ্জ ও সার্কেলসমূহের সংখ্যা

মোট ৩১টি কর অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রীয় কর অঞ্চল, ঢাকাতে ৫টি পরিদর্শী রেঞ্জ ও ১১টি সার্কেল রয়েছে। এছাড়া বাকী ২৯টি কর অঞ্চলের প্রতিটিতে ০৪ পরিদর্শী রেঞ্জ ও এর আওতায় ২২টি সার্কেল রয়েছে। মোট ৩১টি কর অঞ্চলের সর্বমোট পরিদর্শী রেঞ্জ ১২১টি এবং সার্কেল ৬৪৯টি রয়েছে, যা সারণী-৬৩ এ দেখনো হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকায় কোন সার্কেল নেই। এ দপ্তর সরাসরি কর আহরণ সম্পাদন করে থাকে।

০২। পরোক্ষ কর বিষয়ক পর্যালোচনা

পরোক্ষ করের দপ্তরসমূহ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় নিম্নলিখিত ৩০টি দপ্তর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরোক্ষ কর আহরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল ঃ

১) কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম
২) কাস্টম হাউস, বেনাপোল
৩) কাস্টম হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা
৪) কাস্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা
৫) কাস্টম হাউস, মোংলা
৬) কাস্টম হাউস, পানগাঁও
৭) কাস্টম্স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা
৮) কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
৯) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট), ঢাকা
১০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা
১১) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকা
১২) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম), ঢাকা
১৩) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পূর্ব), ঢাকা
১৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
১৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লা
১৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী
১৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর
১৮) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা
১৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট
২০) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
২১) শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা
২২) নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা
২৩) শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা
২৪) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০১
২৫) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, ঢাকা - ০২
২৬) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, চট্টগ্রাম
২৭) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট আপীল কমিশনারেট, খুলনা
২৮) শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা
২৯) শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম
৩০) স্থায়ী প্রতিনিধির দপ্তর, ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম।

উপরের দপ্তরসমূহের মধ্যে প্রথম ২০টি সরাসরি রাজস্ব আহরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কমিশনারেট এর অধীন রয়েছে এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশন। তবে সকল কাস্টমস স্টেশন কার্যকর নেই। ঘোষিত কাস্টমস স্টেশনের সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে ৪০টি কার্যকর আছে এবং অকার্যকর রয়েছে ২৯টি। এ বিষয়ে সারণী-৯৬ তে বিস্তারিত তথ্যাদি রয়েছে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক, আবগারী ও মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা পরোক্ষ কর ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।

০২। আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব

লক্ষ্যমাত্রা

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৪,০০০.০০ কোটি টাকা যা নির্ধারণে বিগত অর্থবছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (৬১,২৭৮.৫৫কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৩৭.০৮%। পরবর্তীতে ২০১৮-১৯অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে ৭৯,৪২৫.০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিগত অর্থবছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (৬১,২৭৮.৫৫কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ২৯.৬১%। ২০১৮-১৯অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তথ্য যথাক্রমে সারণী-৬৪ ও ৬৪ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণ

২০১৮-১৯অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরিত হয়েছে ৬৩,৩৯০.৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা ৭৯,৪২৫.০০ কোটি টাকা)এর চেয়ে ১৬,০৩৪.৪০ কোটি টাকা কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৯.৮১ শতাংশ (সারণী- ৬৪ ক)। এ আহরণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আহরণ ৬১,২৭৮.৫৫ কোটি টাকা থেকে ২,১১২.০৫ কোটি টাকা বা ৩.৪৫ শতাংশ বেশী এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২২০৭৭১.৬২ কোটি টাকা) ২৮.৭১ শতাংশ ও আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের (১,৫০,৫৭০.৪৩ কোটি টাকা) ৪২.১০ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- আমদানি পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। ৫৪,৩৩৩.১২ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ কাস্টম হাউস আহরণ করেছে ৪৩,৫৭৭.৩৫ কোটি টাকা। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তা ১০,৭৫৫.৭৭ কোটি টাকা কম । লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮০.২০ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬৮.৭৭ শতাংশ এবং আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করের ২৮.৯৪ শতাংশ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১৯.৭৪ শতাংশ।
- দ্বিতীয় স্থানে আছে কাস্টম হাউস, বেনাপোল। এ কাস্টম হাউস ৫,১৮৫.২০ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৪,০৩৯.৫৬কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,১৪৫.৬৪ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৭.৯১ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬.৩৮ শতাংশ।
- আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে কাস্টম হাউস, ঢাকা। এ কাস্টম হাউস ৪,৬৮০.৬৬ কোটি টাকা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৩,৭৬৭.৫৫কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯১৩.১১ কোটি টাকা কম আহরণকরেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯০.৬৫ শতাংশ। এ আহরণ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫.৯৫শতাংশ। কাস্টম হাউস ও

- কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৬৪ ও ৬৪(ক) এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক আহরণের অংশ লেখচিত্র-১৬ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৬ ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের দপ্তরভিত্তিক অংশ

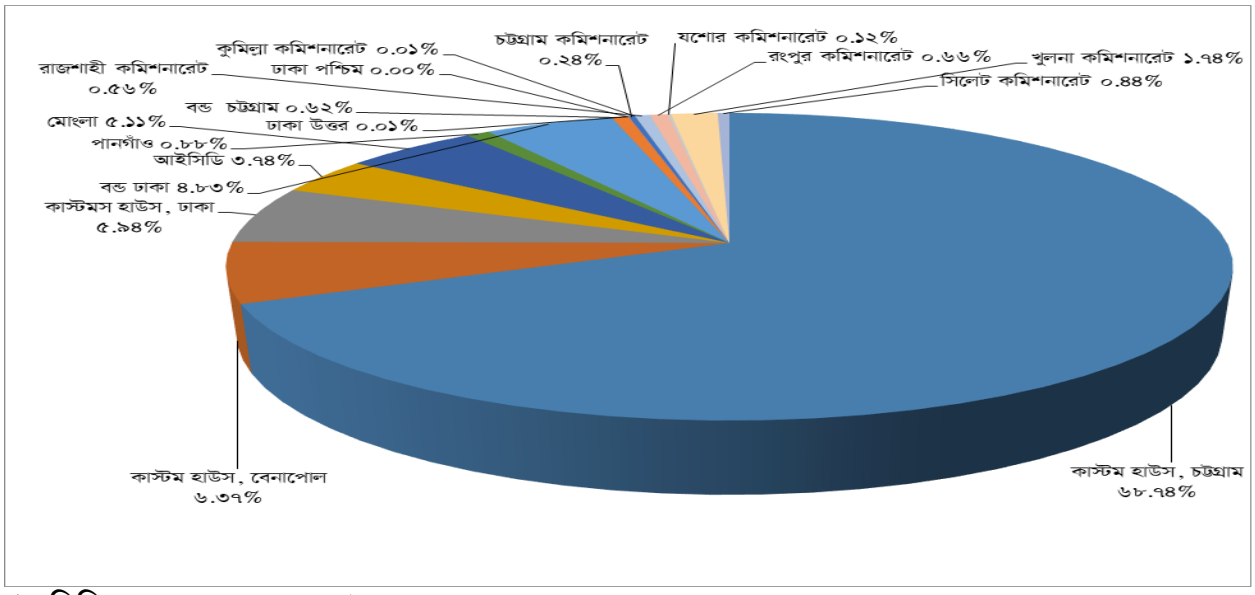

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৭৯,৪২৫.০০ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩১,৩৯৩.৩৩ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৭,৮২৬.৫৭ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০,১৫৯.০৬ কোটি টাকা এবং রপ্তানি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৬.০৪ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৬৩,৩৯০.৬০ কোটি টাকার মধ্যে আমদানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ২৪,২৬৯.৫২ কোটি টাকা, মূল্য সংযোজন কর খাতে আহরণ হয়েছে ৩১৪০০.৮৩ কোটি টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৭,৬৬৫.০১ কোটি টাকা এবং রপ্তানি শুল্ক খাতে আহরণ হয়েছে ৫৫.২৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার ও মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার যথাক্রমে লেখচিত্র-১৭ ও লেখচিত্র-১৮ তে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-১৭ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

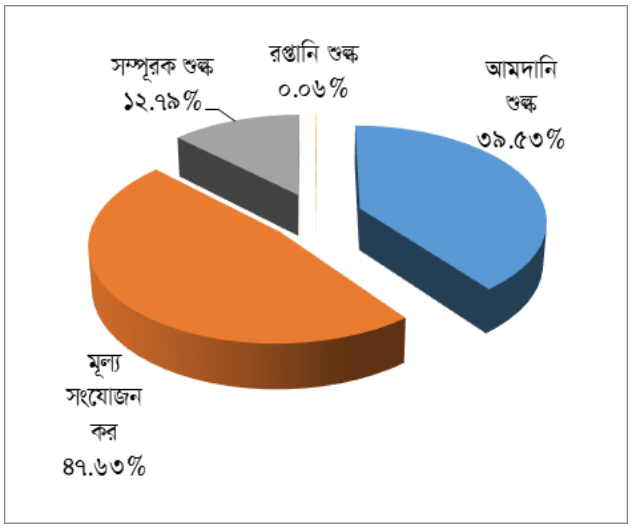

লেখচিত্র-১৮ঃ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

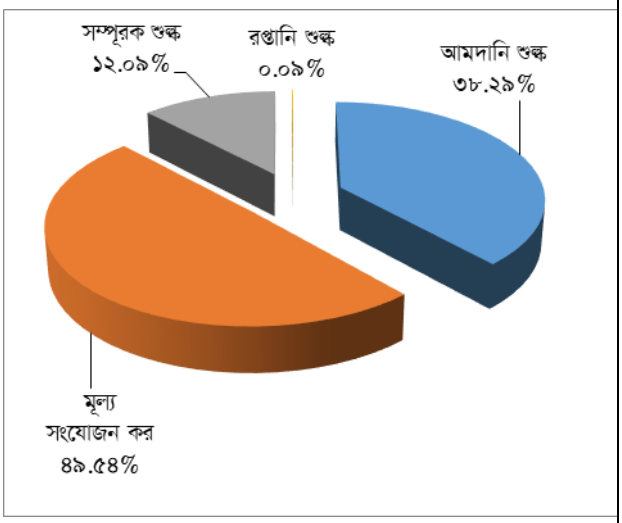

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রার সাথে আহরণের পার্থক্যের (হ্রাস/বৃদ্ধি) তথ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক কেবল আমদানি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, রপ্তানি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য, আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের তথ্য যথাক্রমে সারণী- ৬৫থেকে ৭১ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত কিন্তু আমদানি শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন করাদি/ফি

আমদানি পর্যায়ের শুল্কের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কর/ফি আমদানি পর্যায়ে সংগৃহীত হয়। ২০১৮-১৯অর্থবছরে এ ধরনের করাদি ও ফি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৯,৭৯২.০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ১২,৯১৪.৯০ কোটি টাকা, অগ্রিম মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ৬,৩৬৫.০১ কোটি টাকা, সি এন্ড এফ ভ্যাট ১৮৮.১১ কোটি টাকা এবং সি এন্ড এফ অগ্রিম আয়কর ৩২৪.০৪ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী-৭২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য

- ২০১৮-১৯অর্থবছরে আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ৭,০৬,৭৩৮.৪৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ৬,০৬,৭৫৩.৪৯কোটি টাকা এবং শুল্ক-মুক্ত পণ্য মূল্য ছিল ৯৯,৯৮৪.৯৬ কোটি টাকা।
- শুল্ক-কর প্রদেয় অর্থাৎ শুল্ক-যুক্ত পণ্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত আছে সাধারণ আমদানি, দেশে ব্যবহারের জন্য বন্ডের মাধ্যমে আমদানি, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেডওয়্যার হাউস কর্তৃক আমদানি এবং অন্যান্য। আইন অথবা এস.আর.ও দ্বারা অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যকে শুল্ক-মুক্ত পণ্য হিসাবে দেখানো হয়েছে।
- শুল্ক-কর প্রদেয় আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে সাধারণ আমদানি ৩,২২,৩০১.৫৪ কোটি টাকা মূল্যের, হোম কনজামশনের জন্য বন্ডে আমদানি ৩৬,৭৭৫.০৭ কোটি টাকা মূল্যের, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি১,৪৬,৭৭১.৫০ কোটি টাকা মূল্যের, ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডে আমদানি

- ১৭,৭১৭.৭৫ কোটি টাকা মূল্যের এবং ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক আমদানিকৃত ৫৯৪.১২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। এ সংক্রান্ত মাসভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সারণী ৭৩ এ দেখানো হয়েছে।
- আমদানিকৃত পণ্যের মোট মূল্যের ৮৫.৪৯ শতাংশ শুল্ক-কর প্রদেয় পণ্য অর্থাৎ শুল্কযুক্ত পণ্য এবং ১৪.১৪ শতাংশ শুল্কমুক্ত পণ্য। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক শুল্কযুক্ত পণ্য এবং শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানির পরিসংখ্যান সারণী ৭৪ এ দেখানো হয়েছে।

শুল্কহার ভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব

শুল্কহারভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- শূণ্যহার বা শুল্ক-মুক্ত পণ্য সর্বাধিক মূল্যের আমদানি হয়েছে যার মূল্য ১,৫৭,৯৯৮.৫৪ কোটি টাকা।
- মূল্যের দিক থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৬১,৩৮৫.৬৯ কোটি টাকা এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ১% শুল্কহারের পণ্য যার মূল্য ৪৯,৬১৮ কোটি টাকা।
- আমদানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে, যার মূল্য ৩৫,৩৯৭.১৩ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৪,২৫২.৫৫কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ১০% শুল্কহারের পণ্য থেকে এবং তৃতীয় সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে।
- ১০% ও ৫% শুল্কহারের পণ্য থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ১১,৬৮৯.৭৪ কোটি টাকা এবং ১১,২০১.৩৮ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন শুল্কহারে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য ও সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ সারণী-৭৫ এ দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত মুখ্য পণ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানিকৃত মুখ্য পণ্যের তালিকায় রয়েছে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন, তেল ও বিটুমিন; বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে -

- সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোটর গাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন খাত থেকে। এর পরিমাণ ৮,৮৯১.৪৬ কোটি টাকা।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে প্রাকৃতিক জ্বালানি, তেল ও বিটুমিন এর থেকে আহরণ হয়েছে ৭,২১৫.৫২ কোটি টাকা।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, সাউন্ড রেকডার্স ও রিপডিউসার, টেলিভিশন ইমেজ ও সাউন্ড রেকডার্স ও রিপডিউসার এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ। এর থেকে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৫,৩২৫.৭৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পণ্যভিত্তিক আমদানি মূল্য, আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের বাজেটারী বিবরণী সারণী-৭৬ তে দেখানো হয়েছে এবং আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর আহরণের দিক থেকে প্রধান খাতসমূহের অবদানসারণী-৭৮(ক) তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য

জনগণের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য বিদেশ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে চাল, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের ভোজ্য তেল, চিনি, গুঁড়া দুধ, পেঁয়াজ, রসুন , আদা, জিরাসহ বিভিন্ন ধরনের মসলা, আলু, টমেটো উল্লেখযোগ্য।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে এ ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ১,৩১,৫৭,৮৬২.৮৬ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ৪২,৫১২,২৮ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানিকৃত এ ধরনের পণ্যের পরিমাণ ছিল ৮১,৬০,৩২০.০০ মেট্রিক টন এবং আমদানি মূল্য ছিল ৩৮,২২৬.৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৪৯,৯৭,৫৬০.৮৬ মেট্রিক টন বা ৬১.২৪ শতাংশ বেশি এবং আমদানি মূল্য ৪,২৮৫.৬৪ কোটি টাকা বেশি হয়েছে।

- ২০১৭-১৮অর্থবছর এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানির পরিমাণ ও মূল্য সারণী-৭৭ তে দেখানো হয়েছে।

রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত পণ্যের সর্বমোট শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ২,৯০,৮৮২.২১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের মোট রপ্তানি মূল্য ৩,৬০,১৩৩.৬৬ কোটি টাকার চেয়ে ৬৯,২৫১.৪৫ কোটি টাকা কম।
- দেশের সর্বাধিক রপ্তানি (মোট রপ্তানির ৭৯.৭৯ শতাংশ) সম্পন্ন হয় কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকাকাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম (মোট রপ্তানির ৮.০৭ শতাংশ)
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কাস্টম হাউস, ঢাকা (মোট রপ্তানির ৭.৯১ শতাংশ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যে সব পণ্য রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে সর্বাধিক।
  মোট রপ্তানি মূল্যের ৭০.৮৯ শতাংশ তৈরী পোষাক রপ্তানি হয়েছে। তৈরী পোষাকের মধ্যে ওভেন তৈরী পোষাক মোট রপ্তানির মূল্যের ৩২.৩০ শতাংশ এবং নীটেড তৈরী পোষাক মোট রপ্তানি মূল্যের ৩৮.৬০ শতাংশ।
- দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মাছ (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.৮৭ শতাংশ।
- তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে নীটেড ফেব্রিকস এবং সবজি (মোট রপ্তানি মূল্যের ০.১৯ শতাংশ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৭৮ তে, মুখ্য কয়েকটি রপ্তানি পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্যের তথ্য সারণী-৭৯ তে এবং রপ্তানি শুল্ক আহরণকৃত পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্ব সারণী-৭৯ (ক) তে দেখানো হয়েছে।

বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা

আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের কার্যক্রমের চালান নির্ধারণের নির্দেশক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১৩,০৬,১৪১ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এন্ট্রির সংখ্যা ছিল ১৩,১২,৩০৮ টি। অপরদিকে দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল ১৭,৯৯,০৮৩ টি এবং খালাসকৃত বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা ছিল১৭,৮১,৮১৮ টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিল অব এন্ট্রির দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪,০১,০৭৬ টি ও ১৩,৮৭,৮১৩ টি এবং বিল অব এক্সপোর্টের দাখিলকৃত ও খালাসকৃত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫,৬২,০৫৯ টি ও ১৫,২৯,২৭১ টি।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯৪৯৩৫ টি বিল অব এন্ট্রি কম দাখিল হয়েছে অর্থাৎ বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সংখ্যা ৬.৭৭শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একইভাবে বিল অব এন্ট্রি খালাসের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭৫,৫০৫ টি অর্থাৎ ৫.৪৪শতাংশ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সাথে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩৭০২৪ টি অর্থাৎ ১৫.১৭ শতাংশ এবং বিল এক্সপোর্ট খালাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৫২,৫৪৭ টি অর্থাৎ ১৬.৫১ শতাংশ।
- ২০১৭-১৮ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক বিল অব এন্ট্রি ও বিল অব এক্সপোর্টের সংখ্যা সারণী-৮০ তে দেখানো হয়েছে।

আগত যাত্রী ও বহির্গামী যাত্রী

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেট এর মাধ্যমে আগত যাত্রীর সংখ্যা ৫,৯৫৩,৬৫১ জন এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা৬,৩৫০,৫৭৭ জন।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আগত এবং বহির্গামী যাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৫৮৯,৮২৭ও ৫,৫৮০,৩১১ জন।

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯অর্থবছরে আগত যাত্রী ৩,৬৩,৮২৪ জন বা ৬.৫১ শতাংশ বেশী এবং বহির্গামী যাত্রী ৭,৭০,২৬৬ জন বা ১৩.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ২০১৭-১৮অর্থবছর ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮১ তে এবং মাসভিত্তিক যাত্রী সংখ্যা সারণী-৮২ তে দেখানো হয়েছে।

আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ও সংগৃহীত রাজস্ব

- ২০১৮-১৯অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ১,১৭৬.৩৩ কোটি টাকা এবং আমদানি ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৪৯.১২ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুল্ক-করাদির পরিমাণ ১৮৯.৪৪ কোটি টাকা এবং অর্থদন্ড/জরিমানার পরিমাণ ৫৯.৬৮ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২০১৭-১৮অর্থবছরে আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্যমূল্য ২২৫.৭২ কোটি টাকা থেকে ৯৫০.৬১ কোটি টাকা বা ৪২১.১৪ শতাংশ বেশি এবং ব্যাগেজ থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত রাজস্ব ১৩০.৮২ কোটি টাকা থেকে ৫৮.৬২ কোটি টাকা বা ৪৪.৮০ শতাংশ বেশি।
- ২০১৭-১৮অর্থবছর ও ২০১৮-১৯অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক আমদানিকৃত ব্যাগেজের পণ্য মূল্য ও আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী- ৮৩ তে এবং মাসভিত্তিক তথ্য সারণী- ৮৪ তে দেখানো হয়েছে।

ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ADR এ গৃহীত মামলার সংখ্যা৩১, ADR এ নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা২৩ও ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৬.০৪ যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ০.৮৩ হতে ১৮৩২.৫২ শতাংশ বেশি। ADR (Alternative Dispute Resolution) সম্পর্কিত মামলার তথ্য সারণী-৮৭ তে দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস করিডোর সংক্রান্ত তথ্য

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কাস্টমস করিডোরের মাধ্যমে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ২৭.০৮ কোটি টাকা। করিডোরের মাধ্যমে আগত গবাদিপশুর সংখ্যা ৫৪২৯২১ টি।
- ২০১৭-১৮অর্থবছরে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬০.৬৬ কোটি টাকা এবং আগত গবাদিপশু সংখ্যা ছিল ১২,১৮,৫৭৬ টি।
- ২০১৭-১৮অর্থবছরের তুলনায় ২০১৮-১৯অর্থবছরে পশু আমদানির সংখ্যা ৫৫.৪৪ শতাংশ কম হয়েছে এবং রাজস্ব কমহয়েছে ৫৫.৩৫ শতাংশ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৮৮ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস সংক্রান্ত আটক মামলা

- ২০১৮-১৯অর্থবছরে বিভিন্ন আটককারী সংস্থা এবং কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত কাস্টমস্ সংক্রান্ত আটক মামলার সংখ্যা ১৪,৪৩৯ টি এবং আটককৃত পণ্যের মূল্য ৫৯১.৮১ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক আটক মামলার সংখ্যা ও আটককৃত পণ্যের মূল্য সারণী-৮৫ এ দেখানো হয়েছে।
- উল্লিখিত আটক মামলার মধ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৮,৭৩৫ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৭৮.৯৪ কোটি টাকা।
- কাস্টমস বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত আটক মামলার সংখ্যা ৫,৭০৪ টি এবং আটক পণ্যের মূল্য ৫১২.৮৭ কোটি টাকা।

- কাস্টম হাউস/কমিশনারেটভিত্তিক আটক ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমস্ সংক্রান্ত মামলার তথ্য সারণী-৮৬ তে দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আটক ও আটক ব্যতিত শুল্ক-কর ফাঁকি সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৮৬ (ক) এবং প্রধান পাঁচটি মামলার (আটক ও আটক ব্যতিত) তথ্য সারণী-৮৬ (খ) তে দেখানো হয়েছে। কাস্টমস্ ডিউটি বা মূল্য সংযোজন কর নির্বিশেষে কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটসমূহের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আটককৃত প্রধান কয়েকটি আটক পণ্যের (মূল্যভিত্তিক) তথ্য এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আটককৃত স্বর্ণ, ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ সারণী-৮৯ ও ৯০ এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদি

শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কাস্টমস (শুল্ক) সংক্রান্ত নিরীক্ষা করে থাকে। এ দপ্তরের অধীনে ২০১৮-১৯অর্থবছরে ১,২১০টি বিল অব এন্ট্রি নিরীক্ষা করে ৯৩.৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট কর্তৃক সম্পাদিত নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯১ এ দেখানো হয়েছে।

নিলাম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত নিলামের সংখ্যা ২,৪৬৫টি এবং নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ১০৭.৫৫ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী-৯২ এ দেখানো হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

২০১৮-১৯অর্থবছরে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫,৬৭১.৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্ব ২,৫৫৮.৪০ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইবুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৪,১৫৬.২৫ কোটি টাকা। মামলা ব্যতিত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১,৫১৫.৬১ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৪১.৮৪ কোটি টাকা। কাস্টম হাউস ও কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী-৯৩ এ দেখানো হয়েছে।

বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সংক্রান্ত তথ্যাদি

- ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮,২৯৮ টি। এর মধ্যে ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৮,১৬৩টি এবং ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১৩৫টি।
- ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫,৫৭৯টি এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ২,৪৫২টি।
- ইপিজেড (EPZ) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ৫২৮টি।
- ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১৮ টি।
- হোম কনজাম্পসন বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের সংখ্যা ১০৫টি।
- ২০১৮-১৯অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৯,১৭৩.৬০ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আহরণকৃত ৩,৬১০.৫১ কোটি টাকা থেকে ৫,৫৬৩.০৯ কোটি টাকা বা ১৫৪.০৮ শতাংশ বেশী।
- ২০১৮-১৯অর্থবছর পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বন্ডেড ওয়্যারহাউসের সংখ্যা সারণী-৯৪; ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বন্ডেড ওয়্যারহাউস থেকে আহরণকৃত রাজস্ব তথ্য সারণী-৯৫ এ এবং ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত তথ্য সারণী-৯৫(ক) এ দেখানো হয়েছে।

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ঘোষিত কাস্টমস স্টেশন সংক্রান্ত তথ্য সারণী-৯৬এ দেখানো হয়েছে, এছাড়া কমিশনারেটের আওতাভুক্ত কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরেরআমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সারণী-৯৬(ক) এ দেখানো হয়েছে ।

স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ের রাজস্ব

স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের মধ্যে যে সকল কর খাতের আহরণসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, তা হলোঃ

- স্থানীয় পর্যায়ের মূসক
- স্থানীয় পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক
- টার্নওভার কর
- আবগারী শুল্ক

লক্ষ্যমাত্রা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকের ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,১০,০০০.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে পূর্ববর্তী বছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছিল ৩৯.৭৮%।
- পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১,০৪,০০৬.০০ কোটি টাকা, যা নির্ধারণে বিগত বছরের (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আহরণের (৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকা) তুলনায় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৩২.১৭%।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার বিবরণী সারণী-৯৭(ক) ও ৯৭(খ) এ দেখানো হয়েছে।

আহরণঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণ হয়েছে ৮৭,১৭৯.৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (১,০৪,০০৬.০০ কোটি টাকা) এর চেয়ে ১৬,৮২৬.১৭ কোটি টাকা বা ১৬.১৮ শতাংশ কম আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৩.৮২ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আহরণ ৭৮,৬৯৩.৯৭ কোটি টাকা থেকে ৮,৪৮৫.৮৬ কোটি টাকা বা ১০.৭৮ শতাংশ বেশী (সারণী - ১৭) এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের (২,২০,৭৭১.৬২ কোটি টাকা) ৩৯.৪৯ শতাংশ (সারণী - ১০) ও মোট পরোক্ষ করের (১,৫০,৫৭০.৪৩ কোটি টাকা) ৬৮.২০ শতাংশ।

দপ্তরভিত্তিক রাজস্ব

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় মূসকে সর্বাধিক রাজস্ব আহরণ করেছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) ঢাকা। এ দপ্তর ৫৭,৫০৪.৬১ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৪৫,৮৯৪.০৩ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১,৬১০.৫৮ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৯.৮১ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৫২.৬৪ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, চট্টগ্রাম। এ কমিশনারেট ১১,৬০৪.১২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ১০,৩৮২.৩২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,২২১.৮০ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৯.৪৭ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ১১.৯১ শতাংশ।

- স্থানীয় মূসক পর্যায়ে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অবস্থানে আছে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)। এ কমিশনারেট ৯,১৬৯.৪৩ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আহরণ করেছে ৮২৭৬.০১ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এ দপ্তর ৮৯৩.৪২ কোটি টাকা কম আহরণ করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯০.২৬ শতাংশ। এ আহরণ স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৯.৪৯ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ৯৮ এ দেখানো হয়েছে এবং মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান লেখচিত্র - ১৯ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ১৯ ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আহরণকৃত মোট রাজস্বে কমিশনারেটভিত্তিক অবদান

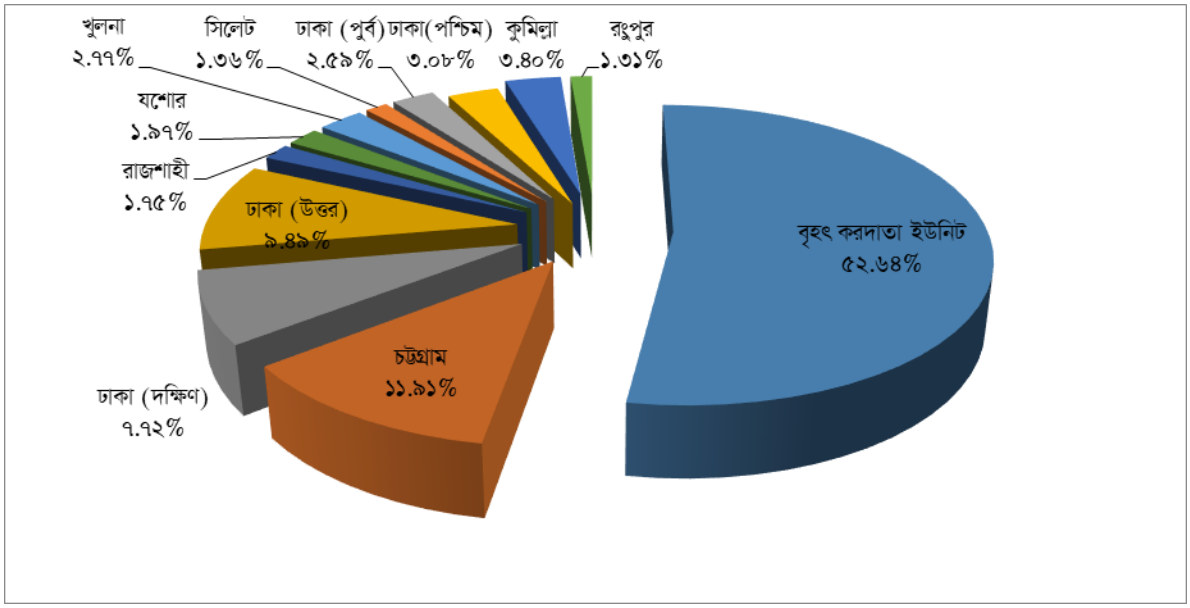

খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূসকের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,০৪,০০৬.০০ কোটি টাকার মধ্যে ঃ

- আবগারি শুল্কের লক্ষ্যমাত্রা ২,৭৬৭.২৭ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন করের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৬২,৪০৯.৬০ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্কের (স্থানীয় পর্যায়ে) লক্ষ্যমাত্রা ৩৮,৮২৫.৯৯ কোটি;
- টার্নওভার কর এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.১৪ কোটি টাকা।

স্থানীয় পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব ৮৭,১৭৯.৮৩ কোটি টাকার মধ্যে

- আবগারি শুল্ক আহরণ ২,৩৭৩.৩৮ কোটি টাকা;
- মূল্য সংযোজন কর আহরণ ৫৫,৯৭১.১৯ কোটি টাকা;
- সম্পূরক শুল্ক আহরণ ২৮,৮১৪.৫৩ কোটি টাকা;
- টার্নওভার কর আহরণ ২.৫৩ কোটি টাকা;
- অন্যান্য আহরণ ১৮.২১ কোটি টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২০ এ এবং মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার লেখচিত্র - ২১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ২০ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বে মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক শতকরা হার

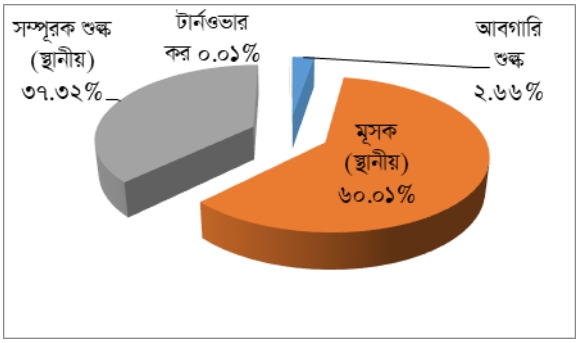

লেখচিত্র - ২১ ঃ স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের মোট আহরণের খাতভিত্তিক শতকরা হার

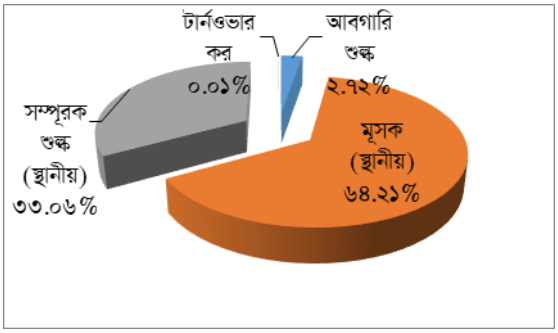

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ৯৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্বের খাতভিত্তিক মাসিক লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার এবং লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের পার্থক্য (হ্রাস/বৃদ্ধি) সারণী - ১০০ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে কমিশনারেটওয়ারী মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী - ১০১ এ, কমিশনারেটওয়ারী আবগারি শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০২ এ, মূল্য সংযোজন করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৩ এ, সম্পূরক শুল্কের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী - ১০৪ এ টার্নওভার করের মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী ১০৫ এবং অন্যান্য আহরণ ১০৬ এ দেখানো হয়েছে।

পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বাধিক রাজস্ব ২৭,৬১৮.৩৮ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সিগারেট থেকে।
- দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ট্রেড ভ্যাট, এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৯,৪১৩.০৭ কোটি টাকা।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে নির্মাণ সংস্থা এবং এ খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৬,৭৬৬.৮১ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ২৬ টি পণ্য ও সেবা খাত থেকে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণের শতকরা হার সারণী - ১০৭ এ দেখানো হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের স্থানীয় পর্যায়ের প্রধান ১০ টি পণ্য ও প্রধান ১০ টি সেবা খাতে আহরণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের পণ্য খাতের মোট আহরণের ও সেবা খাতের মোট আহরণের শতকরা হার যথাক্রমে সারণী - ১০৮ এ ও সারণী - ১০৯ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনারেটওয়ারী স্থানীয় পর্যায়ের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্কের পণ্য ও সেবাভিত্তিক আহরণ তথ্য সারণী - ১১০ এ দেখানো হয়েছে। এয়াড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটের প্রধান ১০ টি পণ্য এবং প্রধান ১০ টি সেবা খাতের নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং রাজস্ব আহরণ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১১২ এ দেখানো হয়েছে।

স্থানীয় মূসক পর্যায়ে আইটেমওয়ারী কমিশনাটেভিত্তিক আহরণ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় মূসক পর্যায়ে কমিশনারেট সমূহের আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার ট্যাক্স এর বিভিন্ন পণ্য ও সেবা খাতে আইটেমওয়ারী আহরণ বিবরণী সারণী - ১১০ এ

এবং যে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান, কেবল সে সমস্ত পণ্য ও সেবা খাতসমূহের মূসক ও সম্পূরক শুল্ক একত্রিত করে সারণী - ১১১(ক) ও সারণী - ১১১(খ) এ দেখানো হয়েছে।

উৎসে কর্তন

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর উৎসে কর্তনের মোট পরিমাণ ছিল ২৩,০৩৪.৭০কোটি টাকা, যা স্থানীয় পর্যায়ে মূসক খাতে মোট আহরণের (৫৮,৩৬৫.২২ কোটি টাকা) ৩৯.৪৭ শতাংশ এবং স্থানীয় পর্যায়ে সর্বমোট আহরণের (৮৭,১৭৯.৮৩ কোটি টাকা) ২৬.৪২ শতাংশ।
- উৎসে মূসক কর্তনের প্রধান ৫টি খাত হল নির্মাণ সংস্থা, অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি), যোগানদার, ইজারাদার ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
- উক্ত খাতগুলির মধ্যে নির্মাণ সংস্থা খাতে আহরণ হয়েছে ৬,০৬৩.৯৫ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৬.৩৩ শতাংশ), অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট (এটিভি) খাতে আহরণ হয়েছে ৫,৩১৮.৮২ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৩.০৯ শতাংশ), যোগানদার খাতে আহরণ হয়েছে ৫,৮১৯. ৭৪ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২৫.২৭ শতাংশ), বিদ্যুৎ খাতে আহরণ হয়েছে ৬৭৭.২০ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ২.৯৪শতাংশ) এবং ইজারাদার খাতে আহরণ হয়েছে ২৭০.৫৪ কোটি টাকা (যা মোট উৎস কর্তনের ১.১৭ শতাংশ)।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যেক কমিশনারেটের প্রধান ৫টি উৎসে মূসক কর্তনের খাতসহ মোট উৎসে কর্তনের পরিমাণ সারণী - ১১৩ এ দেখানো হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুল্ক, আবগারি ও মূসক কর্তৃপক্ষের অধীনে দায়েরকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৪,৯৩৬ টি। উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২০,৩১২.৩৭ কোটি টাকা এবং আরোপিত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ৮২.৩৬ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে অনিয়ম মামলার সংখ্যা ২,০০১ টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২১.৭৩ কোটি টাকা, করফাঁকি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৯৩২টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ২০,২৮৭.১৫ কোটি টাকা এবং আটক মামলার সংখ্যা ২,০০৩ টি ও উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৩.৪৯ কোটি টাকা। মামলা সংশ্লিষ্ট মোট আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ৪৯৪.১৪ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে ফাঁকিকৃত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৪৮৪.৪৬ কোটি টাকা এবং আহরণকৃত অর্থ দন্ডের পরিমাণ ৯.৬৮ কোটি টাকা (সারণী - ১১৪)।

প্রধান আটক পণ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে) সংশ্লিষ্ট আটক পণ্যের মধ্যে বেড়া নেট ৯৩৪.৫০ কেজি এবং বিভিন্ন প্রকার মাস্টার কার্টন ৪,২৪৪ পিস ইত্যাদি প্রধান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আটক প্রধান ১০ টি পণ্য এবং প্রত্যেক কমিশনারেট কর্তৃক আটককৃত প্রধান ১০ টি পণ্যের বিবরণী যথাক্রমে সারণী - ১১৫ এ ও সারণী - ১১৬ এ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সর্বমোট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫৪৪ টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৪৭২ টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৫৬ টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১৬ টি।
- উদ্‌ঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১,১২৯ কোটি টাকা। ৩৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে, ৭৭০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ২৩ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট আহরণকৃত রাজস্ব ৯৫ কোটি টাকার মধ্যে ৮০ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ১৫ কোটি টাকা আহরণ হয়েছে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের দপ্তরভিত্তিক নিরীক্ষা তথ্য সারণী - ১১৭ এ দেখানো হয়েছে।

- এছাড়া মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেটে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উদঘাটিত ফাঁকিকৃত রাজস্বের পরিমাণ সারণী - ১১৮ এ দেখানো হয়েছে ।

বকেয়া রাজস্ব

- ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৭,৬৪৯.৮৩ কোটি টাকা এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৯,২৮০.২৭ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছর থেকে ১,৬৩০.৪৪ কোটি টাকা বা ৪.৩৩ শতাংশ বেশি।
- এর মধ্যে হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১৬,৫৮০.৯১ কোটি টাকাসহ আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, আপীল কমিশনারেট, সার্টিফিকেট মামলা ও সুপ্রিমকোর্টে বিচারাধীন মামলায় জড়িত মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৪,১৪০.২০ কোটি টাকা।
- মামলা নেই এমন বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮,৫৫৯.১৬ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কমিশনারেটভিত্তিক বকেয়া রাজস্ব পরিস্থিতি সারণী - ১১৯ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ এবং কমিশনারেটসমূহের বিভিন্ন আদালতে মূসকের মামলার সংখ্যা ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ও সারণী - ১২০ ও সারণী - ১২০(ক),১২০(খ), ১২০(গ), ১২০ (ঘ), ১২০(ঙ) ও ১২০(চ) এ দেখানো হয়েছে ।

নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধনের সংখ্যা ৪,৪৪,২৭৮টি। এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৪৯,৪৯২ টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ২,৯১,৬৫৬ টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ১,০৩,১৩০ টি। এছাড়া টার্নওভার কর এবং কুটির শিল্পে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৬৭৮টি ও ১২ টি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত নিবন্ধন বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪,৪৩৬ টি, যার মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ৬৫৫ টি, সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৩,৩৩৯ টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ৪৪২টি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত টার্নওভার বা কুটির শিল্প তালিকা বাতিলকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,০৪৩ টি। এর মধ্যে ১,০৪০ টি টার্ণওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (নিবন্ধিত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮৯.৯৩১ টি, এর মধ্যে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩,৬০১ টি, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৩,৯৯৬ টি এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২,৩৩৪ টি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলপত্র পেশকারী (তালিকাভুক্ত) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪৮৯ টি, এর মধ্যে টার্নওভার কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ৪৮৮টি এবং কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ১টি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিবন্ধন ও দাখিলপত্র পেশ সংক্রান্ত তথ্য সারণী - ১২১ এ দেখানো হয়েছে।

প্রত্যর্পণ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানির বিপরীতে মোট ৮১.৯০ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রত্যপর্ণকৃত অর্থের সম্পূর্ণটাই শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো) কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে ।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিশোধিত ১০৯.৬০ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭.৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৫.২৭ শতাংশ কম প্রত্যর্পণ পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রত্যর্পণ পরিশোধের বিবরণ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পরিশোধিত প্রত্যর্পণের প্রধান ১০ (দশ) টি পণ্য/সেবা খাতের নাম ও প্রত্যর্পণের পরিমাণ সারণী - ১২২(ক) ও ১২২(খ) এ দেখানো হয়েছে ।

আপীল মামলার তথ্য

মামলা দায়ের

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দায়েরকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৩৫৮টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩৯.৭২ কোটি টাকা।
- এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৩৩১ টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩০.৬৪ কোটি টাকা যা সারণী ১২৩(ক) এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৫০২টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৯.৫৮ কোটি টাকা।
- মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৪১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১০.২৩ কোটি টাকা যা সারণী ১২২ (খ) এ দেখানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১৯টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৬.৬৪ কোটি টাকা।

নিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৮৪টি আপীল মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে। নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সাথে জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩১.৩৭ কোটি টাকা যা সারণী ১২৩ এ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলা ছিল ৪৭৮টি ও জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪৯.৮৯ কোটি টাকা এবং অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ছিল ৩০টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১০.৭৪ কোটি টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিষ্পন্নকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৫৯১টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৪৫.৯৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৬১৩টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৮৮.৩৫ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলা ৫০টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪৮.২১ কোটি টাকা। যা সারণী ১২৩ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

অনিষ্পন্ন মামলা

- ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে অনিষ্পন্ন আপীল মামলার সংখ্যা ছিল ২৫৭টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৪১.৯৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে কাস্টমস সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ২২২টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ২৯.১৯ কোটি টাকা এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৭৪টি এবং জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ১৮.৮০ কোটি টাকা। যা সারণী ১২৩ (খ) এ দেখানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

পরোক্ষ কর সম্পর্কিত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে শুল্ক, আবগারি ও মূসক ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একাডেমীর নিজস্ব বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম হিসেবে সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ৩০ ও ৩৩তম কোর্সে (৯৪+৯০)= ১৮৪ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের বুণিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে একাডেমীতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া Short course on Microsoft office, Short course on Microsoft office(Basic Computer Course), HS Classification , Short course on VAT, Short course on Microsoft office(Basic Computer Course), কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(উত্তর),ঢাকার সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিশেষ মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স (২৭+৩০+৬৬+৮৪+২২+৪৩+৩১+৬১)=৩৬৪ জন রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারচার্জ আদায়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে আহরণকৃত স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষা সারচার্জ ও আমদানি পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে মোবাইল সেট আমদানির উপর সারচার্জ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে তামাকজাত পণ্য আমদানির উপর সারচার্জ বিবরণী সারণী - ১২৫(ক) ও সারণী - ১২৫(খ) এ দেখানো হয়েছে।

ADR

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিশনারেটের ADR বিবরণী সারণী - ১২৬ এ দেখানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ADR এ গৃহীত মামলার সংখ্যা ২৩ টি এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২২ টি। উক্ত বছরে ADR এ আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৪২১২২২ হাজার টাকা অর্থাৎ ১৪২.১২ কোটি টাকা।

ECR/POS সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন কমিশনারেটের অধীন ডিভিশন ও সার্কেল সংখ্যা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীনে বিভিন্ন ডিভিশনে ব্যবহারকারী **ECR/POS** - এর সংখ্যা ও তা থেকে আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন স্থানীয় পর্যায়ে মূসক কমিশনারেটসমূহের অধীন মোট ডিভিশন ও সার্কেল এর সংখ্যা যথাক্রমে সারণী - ১২৭ ও সারণী - ১২৮ তে দেখানো হয়েছে।